ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUL: 1 0 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

66

কৃষি শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম নিরসনকল্পে

বর্তমানে দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ থেকে কৃষি বিষয়ে পাঠদানের জন্য কৃষি শিক্ষক/কৃষি শিক্ষিকা নিয়োগের বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায় কৃষি শিক্ষক/কৃষি শিক্ষিকার শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয় কৃষি ডিপ্লোমা/বিএসসি (জীব)। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য কৃষিবিজ্ঞান বইসমূহে যে সমস্ত বিষয় রয়েছে তা যথাযথভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য কৃষি শিক্ষক হিসেবে শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া উচিত কৃষি ডিপ্লোমা/বিএসএগ/বিএসসি (এজি) অনার্স। কারণ ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য কৃষিবিষয়ক বইসমূহে যে সমস্ত পাঠ রয়েছে সেগুলো উল্লিখিত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/কৃষি কলেজ/কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অন্য কোনো কোর্সে সেগুলো পড়ানো হয় না। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিএসসি (জীব) ডিগ্রিধারীকে কৃষি শিক্ষক হিসেবে আবেদনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে এবং নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।

এ নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো কোনো বিদ্যালয়ে দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে অত্যন্ত সুকৌশলে। এক্ষেত্রে ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অধিকাংশ প্রশ্ন করা হয় বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক ও সাধারণ জ্ঞান থেকে। কৃষিবিষয়ক প্রশ্ন করা হয় অত্যন্ত কম। বিএসসি (জীব) ডিগ্রিধারীগণ প্রতিটি ক্লাসে বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক ইত্যাদি বিষয় পড়িয়ে থাকেন। কিন্তু কৃষি ডিপ্লোমায় উক্ত বিষয়গুলো পড়ানো হয় না। ফলে বিএসসি ডিগ্রিধারীগণ ঐ বিষয়গুলো নিয়মিত চর্চা করেন আর ডিপ্লোমাধারীগণ চর্চার অভাবে উক্ত বিষয় সম্পর্কে যা জানতেন তাও ভুলতে থাকেন। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ঐ বিষয়গুলোর (বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক) ইন্টারভিউতে বিএসসি ডিগ্রিধারীগণ কৃষি ডিপ্লোমাধারীগণের চেয়ে ভালো করেন। অপরপক্ষে কৃষি ডিপ্লোমাধারীগণ কৃষিবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দিলেও অন্যান্য বিষয়ে তুলনামূলক ভালো করেন না বলে ইন্টারভিউতে বিএসসি (জীব) ডিগ্রিধারীদের সমান নম্বর পান না। ফলে বিজ্ঞপ্তিতে কৃষি ডিপ্লোমাধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা থাকলেও নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ইন্টারভিউয়ের অজুহাত দেখিয়ে তা লঙ্ঘন করেন এবং নিজেদের পছন্দমতো (আগে থেকে ঠিক করা) লোককে নিয়োগপত্র প্রদান করেন।

প্রকৃতপক্ষে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত কৃষিবিষয়ক পাঠদান কৃষি ডিপ্লোমা/বিএগএড/বিএসসি (এজি) অনার্স ডিগ্রিধারীগণ যতো বাস্তবসম্মতভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন অন্য কোনো ডিগ্রিধারী সেভাবে কখনই সম্পন্ন করতে পারবেন না তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। এ ক্ষেত্রে বিএসসি (জীব) ডিগ্রিধারীগণ যেভাবে পাঠদান করবেন অন্য যেকোনো ডিগ্রিধারী যেমন বিএ (পাস) ডিগ্রিধারীগণও সেভাবে পাঠদান করতে পারবেন।

সুতরাং জাতীয় স্বার্থে এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণের স্বার্থে কৃষি শিক্ষক হিসেবে কৃষি ডিপ্লোমা/বিএগএড/বিএসসি (এজি) অনার্স ডিগ্রিধারীদের নিয়োগদানের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

মোঃ আলী আজগর
খাগড়াছড়ি বাজার
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।